সংবাদ

তারিখ ... 11 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৫

উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বাংলাদেশের নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে

(গতকালের পর)

প্রথাগত পরিবারগুলোতে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পরপরই নারীদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। তারা বাড়ির বাইরে কোন কাজ করার সুযোগ পায় না এবং বিয়ের পরপরই সন্তান জন্ম দিতে হয়।

সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ

আমাদের সমাজে নারীদের খাটো করে দেখার প্রবণতাই একটি বড় সমস্যা। বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেদের শিক্ষিত করে তুলতে প্রস্তুত কিন্তু মেয়েদের নয়। বাংলাদেশে বালক ও বালিকার সংখ্যা প্রায় সমান কিন্তু তুলনামূলক কম বালিকা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। মেয়ে হওয়ার কারণে ঘরে তাদের অনেক কাজে সাহায্য করতে হয় এবং তারা পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মা-বাবার এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণে আমরা ব্যথিত। বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবও আমাদের শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়তে বাধ্য করে।

ভবিষ্যৎ বাধাসমূহ

মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর শ্রেণীগুলোতে লিঙ্গ বৈষম্য এবং ঝরে পড়ার হার বাংলাদেশে একটি সমতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত একটি তৃণমূল পর্যায়ের সমীক্ষায় জানা গেছে, ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝরে পড়ার হার ২০০২ সালে ৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৬ সালে ৪৭ শতাংশ হয়েছে। বস্তি এলাকার পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। সেখানে ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার মাত্র ৬১ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত মেয়েদের ২৬ শতাংশ কখনোই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় না।

প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব এবং নারী শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষের প্রতিকূল পরিবেশ মেয়েদের জন্য সহায়ক না এবং নিরাপত্তাহীনতা এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। মেয়েরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়- এমন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মেয়েদের কাছ থেকে বাবা-মায়ের সীমিত প্রত্যাশা; শিশু পাচার-ইত্যাদি বিষয় মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাধা। এছাড়াও সামাজিক কাঠামোগত কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে নারীদের শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ লাভের ক্ষেত্রে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব বাধা খুবই সহজে দূর হওয়ার আশাও কম। এ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে:-

* দারিদ্র্য
* বাল্যবিয়ে
* ধর্মীয় সংস্কার এবং সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়
* পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ছেলে সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব
* নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা (নারী ২০০৯)

লক্ষ্য উঁচু করতে হবে

নারী জাতির জন্য একুশ শতক নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষার সুবাতাস বয়ে এনেছে। কারণ এই নতুন শতকে বাংলাদেশের নারীরা এখন আশা ও গর্ব নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। তাই নারীদের এই অর্জনের পথ মসৃণ করতে নারী ও পুরুষের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা একটি আবশ্যিক অনুসঙ্গ। ক্ষমতাহীনতার চক্র থেকে নারীদের বের করে আনার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয় শিক্ষাকে। বেইজিং মঞ্চে এবং বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'শিক্ষা মানুষের অধিকার এবং সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অত্যাবশ্যকীয় একটি হাতিয়ার।' বৈষম্যহীন শিক্ষা মেয়ে ও ছেলে উভয়ের জন্যই লাভজনক এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকতর সাম্য-সম্পর্ক গঠনে তা ভূমিকা রাখে। আরও বেশি নারীকে পরিবর্তনের হাতিয়ার বানানোর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সমান সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করা দরকার।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনসের প্রধান আর্থিক পরিকল্পনাবিদ উইলিয়াম এস রিডের মতে, 'এশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একদল নারীর হাত ধরে পরিবর্তন আসাটা এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। এশিয়ার দরিদ্র ও পল্লী জনগোষ্ঠীর নারী সদস্যরা বৈষম্যমূলকভাবে সহিংসতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, স্বাস্থ্যহীন, অপুষ্টি ও বিষণ্নতার মধ্যে দিনযাপন করে। আমরা এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারি যেখানে এশিয়ার নারীরা শিক্ষা অর্জন করবে এবং একতাবদ্ধ হবে এবং নিজ দেশে ফিরে নেতৃত্বের অবস্থানে গিয়ে কাজ করবে। এবং এর মধ্যে দিয়ে একটি অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হবে।'

র‍্যাংকিং বা অবস্থান

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ২০০৬ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের লৈঙ্গিক উন্নয়ন সূচকে ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৭ নম্বর লৈঙ্গিক ক্ষমতায়ন পরিমাপ সূচকে ৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৭তম। নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে এই লৈঙ্গিক ক্ষমতায়ন সূচক নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ২০০৭ সালের আন্তর্জাতিক লিঙ্গ বৈষম্য সূচকে ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শততম স্থানটি দখল করেছে।

সুপারিশ

* অতিরিক্ত নারী মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এবং যে স্তরে শিক্ষায় বৈষম্য আছে তা দূর করা।
* অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের প্রবেশের সুযোগ বাড়ানো
* পরিবার ও সমাজে নারীদের বক্তব্য ও অধিকার প্রয়োগের সুযোগ বাড়ানো
* সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনা
* সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আরও বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
* আওয়াজ তোলার সুযোগ দেয়া
* নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা।
* বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন সনদ প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা
* নারীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি কর্মকৌশল নির্ধারণ
* সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি চালু করা এবং
* ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারীদের বিয়ে দেয়ার রীতি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ

উপসংহার

বাংলাদেশ এখনো বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। সব ধরনের প্রতিকূলতার মুখেও মুসলমান অধ্যুষিত এই দেশের নারীরা অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার প্রসার বাড়ছে যা দেশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের 'শিক্ষায় লৈঙ্গিক সাম্য' লক্ষ্যটি নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জনে সামর্থ্যবান করেছে। রাজনীতিতেও নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা প্রমাণ করছে তারা দীর্ঘদিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার ছিন্ন করে উঠে আসছে।

তবে পুরুষশাসিত একটি সমাজে নারীরা যেখানে এখনো সহিংসতা, নির্যাতন ও হত্যার শিকার, সেখানে সব বাধা দূর করে সামনে এগিয়ে আসতে আরও সময় লাগবে। ভালো দিকটি হলো প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে।

[নিউজ নেটওয়ার্ক]